ইত্তেফাক

তারিখ ৩০/৯/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

396

বরিশাল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

বরিশাল, ২৮শে সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা)—বরিশাল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করিতেছে, কারণ প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস রাবেয়া খাতুন প্রায় ৫ মাস পূর্বে যোগদান করিলেও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস খোদেজা বেগম স্কুলের রেজিষ্টারসহ হিসাবপত্র এবং প্রয়োজনীয়ন কাগজপত্রসহ সাবিক দায়িত্বভার বুঝাইয়া দেন নাই। একই সঙ্গে স্কুলের ক্লার্কও রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত রহিয়াছেন তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা ছুটিতে স্কুলের কাজ করা হইতে বিরত রহিয়াছেন। প্রাক্তন প্রধান

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সরকারী বালিকা বিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষয়িত্রী খোদেজা বেগম ও ক্লার্ক আবদুর রশীদ একযুগের বেশী সময় এই স্কুলে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

স্কুল তহবিলের লক্ষাধিক টাকা হিসাবের গরমিলের জন্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন না। খুলনা বিভাগের ডি ডি পি আইও ২৬ হাজার টাকা তহবিল তসরুফের কথা স্বীকার করিয়াছেন (মেমো নং ৭০০২/৪, তাং ১৫-৮-৮১)। তথাপি জনশিক্ষা বিভাগের কোন কোন কর্মকর্তার যোগসাজশে এহেন অবস্থা বিরাজ করিতেছে। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী বা ক্লার্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

এদিকে ডিপিআই কর্তৃক বিভিন্ন খাতে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ও বর্তমান অবস্থা নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর জানা নাই। পৌরসভা কর পরিশোধ করা হয় নাই। ডুপ্লিকেট রসিদ বই সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, স্কুলের বেসরকারী বিভিন্ন তহবিলের পাস বহি বা তাহাদের এ্যাকাউন্ট না পাওয়ায় আর্থিক লেনদেনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষেত্রে জনশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা সন্দেহজনক ভূমিকা পালন করিয়াছেন। এই স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষিকা নিয়োগ করা হইলেও খুলনা বিভাগের ডিডিপি আই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ দেন (মেমো নং ১৭৮১/৬, তাং ২৯-৪-৮১)। কিন্তু তহবিলের গরমিলের কথা জানা থাকায় সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর সিনিয়র মোষ্ট সহকারী শিক্ষয়িত্রীকে দায়িত্ব বুঝিয়া নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় (মেমো নং ১৮০২/২, তাং ৩০-৪-৮১)। কিন্তু প্রধান শিক্ষয়িত্রী চার্জ বুঝাইয়া দেন নাই, ইহার পর নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁহার হাতে হিসাবপত্র বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে 'অনুরোধ' জানান হয় (মেমো নং ২৩৫৩/১, তাং ৪-৬-৮১)। কিন্তু তিনি নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে কয়েকটি সাধারণ চাবি বুঝাইয়া দিয়া বিদায় নেন। ক্লার্ক অনুপস্থিত থাকার অজুহাতে তিনি তহবিল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্বভার প্রদান করেন নাই। ফলে শুধু বসিবার চেয়ার ও একগোছা চাবি ছাড়া নূতন প্রধান শিক্ষয়িত্রী আর কিছুরই দায়িত্ব বুঝিয়া পান নাই।

পরবর্তীতে খুলনা বিভাগের ডিডিপি আই ২৬ হাজার টাকা তহবিল তসরুপের কথা স্বীকার করিয়া দায়িত্বটি পুরাপুরি ক্লার্কের কাঁধে চাপাইয়া দেন। ইহা সত্বেও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষয়িত্রী বা ক্লার্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে স্কুল পরিচালনায় বহু সমস্যা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়াছে।

ওয়াকেফহাল মহল মনে করেন, স্কুলটির বর্তমান ও পূর্বেকার হিসাব সরেজমিনে তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল প্রেরণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে স্কুলটি বর্তমান অবাবস্থার হাত হইতে রেহাই পাইবে।